সর্বোচ্চ ৩৪.৬°
সর্বনিম্ন ২৬.১°
কোচবিহার
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৩ শতাংশ
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জুলাই ২০১৮ তেরো

গর্ভনিরোধে ইনজেকশন পদ্ধতি চালু

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ মহিলাদের গর্ভনিরোধের জন্য ইনজেকশন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করল কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। বুধবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে এই পরিসেবা চালু করা হয়। জেলা হাসপাতালের পাশাপাশি মহকুমা হাসপাতালেও মহিলারা এই সুবিধা পাবেন। জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'একবার ইনজেকশন দেওয়া হলে তিন মাস পর্যন্ত গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, কোচবিহার জেলার জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি। এই পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে জেলায় গর্ভনিরোধের জন্য ইনজেকশন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হল। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে এতদিন নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। তবে এই প্রথম জেলায় ইনজেকশন পদ্ধতি চালু হল। এই পদ্ধতির কথা অনেকেই জানেন না। তাই এ নিয়ে নিয়মিত প্রচার চালানো হচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচার চালানোয় বুধবার জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক মহিলাই এই পরিসেবা নেন। শুধু ইনজেকশন পদ্ধতি চালুই নয়, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বকরণের কাজও হয়েছে। পাশাপাশি, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে বুধবার ইনজেকশন পদ্ধতিতে ছয়জন মহিলার গর্ভনিরোধ করা হয়। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই গর্ভনিরোধ ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বকরণের পরিসেবা পাওয়া যাবে। তারপর থেকে সপ্তাহে দুদিন করে এই পরিসেবা দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়া কোচবিহারে জনপ্রিয় হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে। বিশেষ করে যে সমস্ত দম্পতি প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর মধ্যবর্তী সময় দীর্ঘ করতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনেকটাই কার্যকর বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

শোভাযাত্রা

দিনহাটা, ১১ জুলাই ঃ বুধবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটি শোভাযাত্রা দিনহাটা শহর পরিক্রমা করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হাসপাতালে একটি স্টল খোলা হয়। সেখানে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট ও অন্যান্য জিনিস বিক্রির পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১৭ জন মহিলাকে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

সম্মেলন

তুফানগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তুফানগঞ্জ ডিপো শাখার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হল। বুধবার বিকেলে এনবিএসটিসি-র তুফানগঞ্জ ডিপোয় ওই সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি প্রাণেশ ধর, তৃণমূলের তুফানগঞ্জ শহর কমিটির সভাপতি চানমোহন সাহা, সাধারণ সম্পাদক অনন্তকুমার বর্মা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ বিভিন্ন দাবিতে কোচবিহার-১ ব্লকের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ পানীয় জল নমুনা সংগ্রহকারী কর্মী সমিতি। সংগঠনের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি ব্লকে ২০টি করে নমুনা সংগ্রহের কথা থাকলেও ১০টি করে নমুনা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, নমুনা সংগ্রহকারীদের স্মার্টফোন, পোশাক, বাইসাইকেল ও বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এসমস্ত সমস্যা মেটানোর দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সহসম্পাদক জালালউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'নমুনা সংগ্রহকারীদের গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।'

কর্মসূচি

তুফানগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ তুফানগঞ্জ শহরে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হল। বুধবার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ৪৭জন মহিলাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন দেওয়া হয়। হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারী বলেন, 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচীও পালিত হয়েছে।

মদনমোহনের রথযাত্রার জন্য কেশব রোডে স্পিডব্রেকার ভাঙা হচ্ছে। ছবি ঃ জয়দেব দাস

জোরকদমে রথের প্রস্তুতি ভাঙা হল স্পিডব্রেকার

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ মদনমোহনের রথযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কোচবিহারে রাস্তা থেকে সরানো হল স্পিডব্রেকার। বুধবার গুঞ্জবাড়ির মোড় সহ কেশব রোডের উপরে থাকা সমস্ত স্পিডব্রেকার রাস্তা থেকে তুলে ফেলে জেলা প্রশাসন। এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। এদিকে, গুঞ্জবাড়িতে রথের মেলা উপলক্ষ্যে সাজোসাজো রব পড়ে গিয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে রথযাত্রার সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মদনমোহনের রথ যেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য রথযাত্রার পথে কেশব রোড থেকে স্পিডব্রেকার তুলে দেওয়া হয়েছে।'

> প্রশাসনের তরফে রথযাত্রার সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মদনমোহনের রথ যেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য রথযাত্রার পথে কেশব রোড থেকে স্পিডব্রেকার তুলে দেওয়া হয়েছে।
> – কৌশিক সাহা, জেলাশাসক

আগামী ১৪ জুলাই বিকেলে ফুলে সাজানো রথে মদনমোহন বৈরাগীদিঘির ধারে নিজের মন্দির থেকে গুঞ্জবাড়িতে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। রথযাত্রায় মূল মদনমোহনের সঙ্গে মন্দিরে থাকা নারায়ণ শিলা ও অন্যান্য দেববিগ্রহ সঙ্গী হবেন। রথে মূল মদনমোহনের সঙ্গে ডাঙ্গরাই ও রাজমাতা মন্দিরের মদনমোহনও থাকবেন। গুঞ্জবাড়ির মাসির বাড়িতে মদনমোহন সাতদিন থাকবেন। ওই সাতদিন পরম্পরা মেনে মন্দিরে কীর্তন সহ নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হবে। এবার কলকাতা, অসম, দিনহাটা ও কোচবিহারের কীর্তনের দল থাকছে। সেজন্য মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। নহবতখানায় সানাই ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রতিদিন সকালে মদনমোহনকে ঘুম থেকে তোলা হবে। সেই ঘরটি সংস্কারের কাজ চলছে। মন্দিরে রং করার কাজও শুরু হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দিরে অস্থায়ীভাবে বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির কাজ চলছে। বৃষ্টিতে জলকাদা হলে ভক্তদের মন্দিরে ঢুকতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য মন্দির প্রাঙ্গণে কাঠের পাটাতন বসানো হচ্ছে।

মদনমোহনের রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে গুঞ্জবাড়ির মন্দির চত্বরে রথের মেলা বসে। সেই মেলার দোকান-পসার তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, রথ উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বরে ১৪ দিন ধরে মেলা চলবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভবানীগঞ্জ বাজারের সংস্কারের দাবি

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার সংস্কারের দাবি জানাল জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় প্রশাসনিক সভায় সেই দাবি তুলে ধরেন সমিতির কর্মকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বাজারের দায়িত্বে থাকা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিংকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাজার সংস্কারের জন্য অনেক সময় ব্যবসায়ীরা স্টল ছাড়তে চান না। সেজন্য সমস্যা হয়। সম্ভব হলে বাজারের আলাদা আলাদা অংশ করে সংস্কার করা যেতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানোর পর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং। তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক সভায় বাজার সংস্কারের দাবি উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে খুব শীঘ্রই আলোচনায় বসব।' জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নারায়ণচন্দ্র মোদক, সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা বলেন, 'ভবানীগঞ্জ বাজারের ভবনগুলি বেহাল অবস্থায় আছে। বাজারটি সংস্কারের দাবি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। পুরসভা দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু করলে ভালো হয়।'

ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, বাজারের ভবনগুলির ছাদ ও কার্নিশ থেকে মাঝেমধ্যে ভেঙে পড়ছে ছোটো-বড়ো চাঙড়। সম্প্রতি এ ধরনের কিছু ঘটনায় বেশ কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা আহত হয়েছেন। বৃষ্টি হলেই পেভার্স ব্লকের ফাঁক দিয়েই জল উঠছে। ছাদ চুইয়েও জল পড়ছে। ব্যবসায়ীরা আরও জানান, যেখানে সেখানে বিদ্যুতের তার ছড়িয়েছিটিয়ে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। শর্ট সার্কিটের জন্য একাধিকবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

রাজ আমলের এই বাজারে প্রায় ২৫০০ স্টল রয়েছে। কয়েক হাজার ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করেন। জেলার অন্যতম বৃহত্তম এই বাজারের উপর নির্ভরশীল কয়েক লক্ষ মানুষ। সবদিক মাথায় রেখে দ্রুত বাজার সংস্কারের দাবি জানান ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী স্বপন দাস, হীরেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'আতঙ্কের মধ্যে ব্যবসা করতে হয়। দ্রুত পুরসভা বাজার সংস্কার করুক, সেটাই আমরা চাই।'

বাজারের সমস্যা

বাজারের ভবনগুলির ছাদ ও কার্নিশ থেকে মাঝেমধ্যে ভেঙে পড়ছে ছোটো-বড়ো চাঙড়। সম্প্রতি এ ধরনের কিছু ঘটনায় বেশ কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা আহত হয়েছেন। বৃষ্টি হলেই পেভার্স ব্লকের ফাঁক দিয়েই জল উঠছে। ছাদ চুইয়েও জল পড়ছে।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকদের বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কোচবিহারে বিক্ষোভ দেখালেন শিক্ষকরা। বুধবার বিকালে উস্টি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সর্বভারতীয় বেতনক্রম চালু করতে হবে।

সংগঠনের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য চন্দন চট্টোপাধ্যায় ও জেলা কোশাধ্যক্ষ অরুণকুমার দাস জানান, তাঁদের সংগঠন পুরোপুরি অরাজনৈতিক। সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের শিক্ষক তাঁদের সংগঠনে রয়েছেন। তাঁদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যান্য রাজ্যে এনসিটিই-র পিআরটি স্কেল অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড পে ৪২০০ টাকা ও বেসিক পে ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। অথচ, এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড পে ২৬০০-২৮০০ টাকা। তাঁদের বেসিক পে ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। অর্থাৎ, সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা কম বেতন পাচ্ছেন। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে তাঁদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সংগঠনের সদস্যরা কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নৃপেনকুমার সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

B.ED / D.ED
Payment with installment facilities, NCTE/UGC Approved Colleges
Under WBUTTEPA / BURDWAN
1,50,000/- B.Ed. 85,000/-
Admission Going on
GLOBAL CAREER CONSULTANCY SERVICES
www.globalcareercs.com
Few Seats Left
Siliguri, Ph : 80011 93893 / 80011 93093

ওয়ার্ডের রাস্তার সংস্কার না হলে আন্দোলনের হুমকি কাউন্সিলারের

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি রাস্তার বেহাল দশা। ওইসব রাস্তা থেকে পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। সেখানে ময়লা ফেলছেন একশ্রেণির মানুষ। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাও দায়। রাস্তাঘাট ও নিকাশিনালা সংস্কারের দাবিতে এবার সরব হলেন ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার মহানন্দ সাহা। তিনি পুরসভার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন।

মহানন্দবাবু বলেন, 'বেশ কয়েকবার ওয়ার্ডবাসীর সমস্যার কথা পুরসভায় জানিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি। আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে।' সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

কাউন্সিলারের পাশাপাশি বঞ্চনার কথা জানিয়েছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও। অনেক বাসিন্দা জানান, কোচবিহার পুরসভা সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ করেছে। কিন্তু তাঁরা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের অভাবে অত্যন্ত খারাপ দশায় রয়েছে। অনেক রাস্তার পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে এসেছে।

কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা। – সংবাদচিত্র

বৃষ্টি হলে রাস্তার বিভিন্ন খানাখন্দে জল জমে যাচ্ছে। অনেক সময় গভীরতা বুঝতে না পেরে গর্তে পড়ে জখম হচ্ছেন পথচারীরা। বৃষ্টির ফলে অনেক রাস্তা জলকাদায় ভরে যাচ্ছে। ফলে এ সমস্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া সমস্যার হয়ে পড়ছে। অনেক সময়ই রাস্তায় পা পিছলে পড়ছেন পথচারীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা রানা দাস, মৃদুলারানি সাহা জানান, সামান্য বৃষ্টিতেই জলকাদায় রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বেশি বৃষ্টি হলে রাস্তায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকের বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে। প্রতি বছর বর্ষাতেই এ ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এলাকাবাসী আরও জানান, রাস্তার ধারের নর্দমাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার না করায় বেহাল হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে নর্দমার নোংরা জল উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। সেসময় দুর্গন্ধে চলাফেরাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

গোদের উপর বিষফোড়ার মতো বেশিরভাগ রাস্তার ধারের পথবাতি বিকল। ফলে রাতে সেসব রাস্তা দিয়ে চলাফেরায় অসুবিধা হয়। বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই রাতে হয় বলে স্থানীয়রা জানান। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং বলেন, 'সমস্ত ওয়ার্ডের উন্নয়ন হবে। টাকা বরাদ্দ হলেই পুরসভা ওই ওয়ার্ডের রাস্তাঘাটের কাজ শুরু করবে। তবে কেউ যদি আন্দোলনে নামতে চান, তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ শুরু হতে পারে এমাসেই

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ চলতি মাসে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হতে পারে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ খবর জানান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হয়েছে। আশা করছি, চলতি মাসেই ভবনটির নির্মাণকাজ শুরু হবে।' এ খবরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

কোচবিহার বিবেকানন্দ স্ট্রিটের কৃষিবীজ খামারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সংখ্যা ১৯০০। বর্তমানে অ্যাকাডেমিক ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলছে। সেখানেই উাপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামকের কার্যালয় রয়েছে। আর এর ফলে ওই ভবনে ক্লাসরুমের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বেশ কিছু ক্লাসরুমে পার্টিশন করে পঠনপাঠন চলছে।

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

ফলে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা যেমন ক্লাস নিতে সমস্যায় পড়ছেন, তেমনি পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি বিষয়ে পঠনপাঠন চলছে। আরও বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় চালু করতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এজন্য দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবন তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ নিতে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রেজিস্ট্রার ও উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন না থাকায় অ্যাকাডেমিক ভবনের কিছু ঘরে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে। চলতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে শুনেছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'জুলাই মাসে প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হলে তা আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হবে।'

দেবদেবীদের পদবি নেই কেন? ■ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কুলি সর্দার ছিলেন?
প্রকাশিত তথ্যকেন্দ্র ১০ টাকা ১ জুলাই ২০১৮
একডজন প্রেমের গল্প
জীবনানন্দ, দাস নাকি দাশ?
পুজোয় বিমানের টিকিট
কীভাবে এল আমাদের পদবি
রবীন্দ্রনাথের পদবি জিজ্ঞাসা সহ একগুচ্ছ ব্যতিক্রমী নিবন্ধ
আত্মকথায় সমরেশ, রম্যকথায় স্বপ্নময়, কলকাতায় মস্তানরাজ
ভ্রমণে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, দিউ, নীলগিরি, খেদাইতলার মেলা, গ্রিসের স্পার্টা